ইত্তেফাক

তারিখ ... 10/3/82 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

014

আজ হইতে এস এস সি পরীক্ষা

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

আজ (বৃহস্পতিবার) হইতে চারিটি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় দেশব্যাপী এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হইতেছে। ১৯৮৩ সালের এই পরীক্ষার জন্য ৪টি বোর্ডে প্রায় পৌনে ৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করিবে। রাজধানীতে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সন্নিহিত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে।

চারি শত ৩০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি গতকাল (বুধবার) সম্পন্ন হয় বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এবার এস, এস, সি পরীক্ষার জন্য ঢাকা বোর্ডে সবচাইতে বেশী ও যশোর বোর্ডে সবচাইতে কম পরীক্ষার্থী তালিকাভুক্ত হইয়াছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢাকা বোর্ডে ৮২ হাজার ২ শত ৮৯, রাজশাহী বোর্ডে

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল মজিদ খান গতকাল (বুধবার) এক বিবৃতিতে দেশের বৃহত্তম এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে ও শৃংখলার সহিত পরিচালনার জন্য সরকারী কর্মচারী, জনসাধারণ ও অভিভাবক নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। -সংশ্লিষ্ট ছাত্র-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

৬৪ হাজার ৮ শত ৪০, কুমিল্লা বোর্ডে ৬৭ হাজার ৫ শত ১০ ও যশোর বোর্ডে ৫৯ হাজার ২ শত ৫২। ৬টি বিভিন্ন শাখার মধ্যে এবারও মানবিক শাখায় বেশী পরীক্ষার্থী। সবচাইতে কম পরীক্ষার্থী শিল্পকলা শাখায়। সারাদেশে পরীক্ষার্থী মানবিক শাখায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার, বিজ্ঞান শাখায় ৭৫ হাজার, বাণিজ্য শাখায় প্রায় ৫০ হাজার, কৃষিবিজ্ঞান শাখায় ২২ হাজার, গার্হস্থ অর্থনীতি শাখায় ২ হাজার ১ শত জন ও শিল্পকলা শাখায় মাত্র ৭ শত ৪৬ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ২ লক্ষ ২ হাজার ৫ শত ৪৩ জন ও ছাত্রী মাত্র ৭১ হাজার ৫ শত ৪৮ জন। এবার পরীক্ষা কেন্দ্র কুমিল্লা বোর্ডে বেশী, সবচাইতে কম রাজশাহী বোর্ডে। কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষা কেন্দ্র ১ শত ২৪টি। বিদেশে ৪টিসহ ঢাকা বোর্ডের আওতায় ১ শত ১৮টি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকিবে। যশোর বোর্ডে পরীক্ষা কেন্দ্র ১ শত ৮টি, রাজশাহী বোর্ডে মাত্র ৮০টি।

কুমিল্লা ব্যতীত অন্যান্য বোর্ডে মানবিক শাখার পরীক্ষার্থী বেশী। রাজশাহী বোর্ডে বাণিজ্যের চাইতে কৃষিবিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ২৩ হাজার ৫ শত, বাণিজ্য শাখায় ২৪ হাজার ৪ শত। রাজশাহী বোর্ডে কৃষিবিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষার্থী ৫ হাজার ৪ শত, বাণিজ্য শাখায় মাত্র ২ হাজার ৮ শত। ঢাকা বাদে অন্যান্য বোর্ডে ছাত্রী সংখ্যা সাড়ে পনের হাজার করিয়া প্রায় সমান। ঢাকায় ছাত্রী সবচাইতে বেশী, ২৩ হাজার ৭শত ১৪জন। ঢাকা বোর্ডে শিল্পকলা শাখায় একজনও ছাত্রী নাই।

সকল বোর্ডের পরীক্ষার তাত্ত্বিক অংশ এ মাসেই সমাপ্ত হইবে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে।

আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি জানান, রাজশাহী বোর্ডে এবার গতবারের ১ শত ১টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি বাতিল করায় বিশেষ করিয়া পরীক্ষার্থিনীদের অসুবিধা বাড়িয়াছে। খুলনা হইতে ইত্তেফাক প্রতিনিধির খবর, যশোর বোর্ডের আওতায় গতবারের ১ শত ১৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৭টি বাতিল করিয়া এবার ববিশালের হিজলায় একটি নয়া কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সকলের সহযোগিতা কামনা

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্রীদের বেলায় এই পরীক্ষা জীবনের সব সম্ভাবনার প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ। অতীতে বিভিন্ন কারণে এ পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ক্রমান্বয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল। গত বছর হইতে অনেক চেষ্টা করিয়া আমরা এ পরীক্ষার তারিখ বছরের প্রথম দিকে আগাইয়া লইয়া আসিয়াছি। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে যাহাতে অহেতুক সময়ের চাপ না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তভাবে সময়সূচী তৈরী করা হইয়াছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে অনেক বেশী ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিতেছে। এবারের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৭৩,৩৭৪ জন। দেশে এ পর্যন্ত এটাই এসএসসি পরীক্ষার্থীর সর্বাধিক সংখ্যা। সারা দেশে মোট ৪৩০টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। রাজধানী এবং প্রধান প্রধান শহরে একই কেন্দ্রের আওতায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বেশ কিছু উপকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রবাসী পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদেশে চারিটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। চারিটি শিক্ষা বোর্ড তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সম্পন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠু পরিবেশ এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা স্থানীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব। ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা পরিদপ্তর এবং চারিটি শিক্ষা বোর্ড সকলেই সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের সংগে সংযোগ রাখিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাছাড়া, পরীক্ষার্থীদের সুখ-সুবিধা এবং অন্যান্য ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সমন্বয়কারী কর্মকর্তা হিসাবে পাঠানো হইয়াছে। তথ্য বিবরণী।